কিতাবুল ফিতান : ১

কিতাবুল ফিতান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

কিতাবুল ফিতান : ২

কিতাবুল ফিতান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলক

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀

(ইমাম বুখারি ﵀-র শিক্ষক)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতি মাহ্‌দী খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাহকিক

শাইখ আহমাদ রিফআত
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

শাইখ মানজুরুল কারীম
বিভাগীয় প্রধান, হানাফি ফিকহ বিভাগ,
ইসলামিক অনলাইন একাডেমী।
তাখাসসুস ফিল ফিকহ,
ইমদাদুল উলুম আল ইসলামিয়্যাহ, উত্তরখান।
তাকমিল, দারুল উলুম দক্ষিণখান, ঢাকা।

সম্পাদনা

শাইখ মানজুরুল কারীম

পথিক প্রকাশন

কিতাবুল ফিতান (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মুফতি মাহ্দী খান
তাহকিক : শাইখ আহমাদ রিফআত ও শাইখ মানজুরুল কারীম

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯। বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৭২১৭৫৭১৭, ০১৯৭৩১৭৫৭১৭

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
niyamahshop.com
pothikshop.com
al furqanshop.com
Islamicboighor.com

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০/-

সূচিপত্র

তাহকিক কথন ৭
দুর্বল হাদিস এবং কিছু কথা ১৮
ফিতনার স্থান প্রসঙ্গে ২৫
বর্বরতার প্রথম লক্ষণ এবং পশ্চিমাদের আত্মপ্রকাশ ৪৬
পশ্চিমা এবং বর্বরদের পক্ষ থেকে আগত ফিতনা ৫১
বর্বর জাতি কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া এবং মিশর ও শামের ভূখণ্ডে তাদের যুদ্ধ এবং কিছু অনিষ্টতা ৫৮
সুফিয়ানির নাম, বংশ এবং বৈশিষ্ট্য ৭৭
তিনটি ঝাণ্ডা ৯১
বনু আব্বাছ, আহলে মাশরিক এবং সুফিয়ানি ও মারওয়ানের অনুসারীদের মাঝে শামের মাঝে সংঘঠিত বিষয় এবং সেখান থেকে ইরাকের দিকে প্রস্থান ১০৫
রাক্কায় শামী এবং বনু আব্বাছের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সুফিয়ানির আলোচনা ১১২
যখন সুফিয়ানির প্রেরিতরা ইরাকে পৌঁছবে, তখন বাগদাদ ও মদিনাতুয যাওরাতে ঘটা ঘটনা এবং তার ধ্বংসযজ্ঞ ১২৫
সুফিয়ানি ও তার বাহিনীর কুফায় প্রবেশ ১৩১
বনু আব্বাসের ঝাণ্ডার পর ইমাম মাহদির কালো ঝাণ্ডা এবং তাদের মাঝে ও সুফিয়ানিদের মাঝে কোনো ঐক্যমত হবে না ১৩৩
সুফিয়ানির অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির প্রারম্ভিক, খোরাসান থেকে কালো ঝাণ্ডাসহ তার সাথীদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ, তাদের মাঝে ঘটিতব্য বিষয়, এমনকি সুফিয়ানির বাহিনী পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি ১৪২
সুফিয়ানি এবং কালো পতাকার সাক্ষাত, তাদের মাঝের মহাযুদ্ধ এবং মানুষ ইমাম মাহদির প্রত্যাশায় তাকে খুঁজতে থাকবে ১৪৫
সুফিয়ানির মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং সেখানে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ১৪৯
সুফিয়ানি কর্তৃক ইমাম মাহদির প্রতি প্রেরিত সৈন্য ধ্বসে যাবে ১৫৬
ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের নিদর্শন ১৬৪
ইমাম মাহদি আসার আগের শেষ নিদর্শন ১৭৩
মক্কায় মানুষের জমায়েত, ইমাম মাহদির হাতে বাইয়াত এবং ঐ বছরের ঘটনা ১৮০

ইমাম মাহদির মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে গমন এবং বাইয়াত ১৯১
ইমাম মাহদির চরিত্র, তার ন্যায়পরায়ণতা ও তার সময়ের উর্বরতা সম্পর্কে..... ২০৪
ইমাম মাহদির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ২১৮
ইমাম মাহদির নাম ২২৩
ইমাম মাহদির বংশ ২২৫
ইমাম মাহদির শাসনক্ষমতার সময়সীমা ২৩৭
ইমাম মাহদির পর যা হবে ২৪১
গাযওয়াতুল হিন্দ ২৯৩
ইমাম মাহদির পর হিম্‌স নগরীতে কাহতানীর রাজত্ব ২৯৭
আমাক ও কুস্তুনতুনিয়া বিজয়..... ৩০৪
মুসলমানদের ইমামের বাইতুল মাকদিসে অবস্থান; আক্কার সমতলভূমিতে তাদের সাহায্যপ্রাপ্তি এবং হিম্‌স বিজয়..... ৩২২
আমাক এবং কুস্তুনতুনিয়া বিজয় ৩৪৫
আমাক এবং কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের বাকি আলোচনা ৩৭৩

তাহকিক কথন

সকল প্রশংসা তো কেবল আল্লাহ ﷻ-র জন্যই, যিনি অযোগ্যকে ব্যবহার করেও কাজ নেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

"কিতাবুল ফিতান" গ্রন্থটিকে ফিতনা বিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়। কালজয়ী অমর গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﷺ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হিজরি শতকের শেষের দিককার আহলুস সুন্নাহ্‌র একজন সংগ্রামী ইমাম। ফিতনায়ে মুতাযিলা, জাহমিয়া ও মুরজিয়ার সময় যিনি ছিলেন সুন্নাহ্‌র উপর পাহাড়ের মতো অবিচল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অবিচল থাকেন ফিতনার মোকাবিলায় এবং ফিতনার মোকাবিলায় বন্দি অবস্থায়-ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

"কিতাবুল ফিতান" বইটি মূলত ফিতনা সংক্রান্ত হাদিসের রেফারেন্স বুক। যাতে লেখক তাঁর থেকে রাসুল ﷺ ও তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়ি পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করেছে। ফিতনা বিষয়ক রাসুল ﷺ-এর জবাননিসৃত বাণী ও সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়িদের কওল-আমল এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদিসের পরিভাষা অনুযায়ী সাহাবিদের কওল-আমলকে বলা হয় মাওকুফ হাদিস। আর তাবিয়িদের (কওল-আমল) হাদিসকে বলা হয় মাকতু। আর যে হাদিস বর্ণনা পরম্পরায় রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে বলা হয় মারফু হাদিস। হাদিসের বর্ণনাধারাকে সনদ বলে। আর এই সনদ দ্বীনের অংশ। আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে সনদের এই সিঁড়ি মূলত হাদিসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য। রাসুল ﷺ থেকে যাঁরা আমাদের পর্যন্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদেরকে রাবি বা বর্ণনাকারী বলা হয়। আর এই রাবি বিবেচনায় হাদিস সহিহ ও যয়িফ হয়ে থাকে।

আমরা বারবার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি, **"কিতাবুল ফিতান"** গ্রন্থের হাদিস তাহকিকের পর অধিকাংশ হাদিস-ই যয়িফ বা দুর্বল প্রমাণিত হয়। আবার কোন কোন হাদিস জাল বা মাতরুক প্রমাণিত হয়। এ থেকে অনেকে-ই একটি চিন্তা বিভ্রাটে আটকা পড়ে যায় যে—আরে সব হাদিস-ই দেখছি যয়িফ! এগুলো কিভাবে আমলযোগ্য হবে? এগুলো কি গ্রহণযোগ্য? এগুলো কি দলিলযোগ্য? আসলে বিষয়টি নিয়ে অনেক পাঠককেই নাজেহাল অবস্থায় পড়তে দেখে আমরা বিষয়টি বিস্তারিত আকারে কয়েকটি মুলনীতির আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। বি-ইজনিল্লাহ।

প্রথমত একটি মুলনীতি হল—হাদিস সহিহ বা যয়িফ নির্ধারণ করা হয় সাধারণত হাদিসের সনদে বর্ণিত রাবিগণের উপর নির্ভর করে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের তাহকিকে কোনো হাদিসকে সহিহ বা যয়িফ বলে প্রমাণিত করা হয়েছে হাদিসের একক সনদ বিবেচনায়। অথচ কোনো হাদিস তার একাধিক সনদ বিবেচনায় হাসান লি গাইরিহি বা সহিহও হতে পারে। আবার কোনো কোনো রাবি কারো নিকট সিকাহ হতে পারেন আবার কারো নিকট যয়িফ হতে পারেন। ঠিক তেমন-ই কোন হাদিস তা কারো নিকট যয়িফ হতে পারে আবার কারো নিকট হাসান বা সহিহ হতে পারে।[১]

মূলত যয়িফ হাদিস দ্বারা বাতিল বা মুনকার হাদিস উদ্দেশ্য নয় এবং মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট ব্যক্তিও উদ্দেশ্য নয়। যয়িফের অনেক স্তর আছে। সুতরাং, যদি কোনো অধ্যায়ে বা আলোচনায় এমন কোনো আছার না পাওয়া যায় এবং তা কোনো সাহাবি বা ইজমা-এর খেলাফ বিপরীতে না হয়, তাহলে কিয়াস তথা নিজের মতের তুলনায় সে যয়িফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা (এবং তাকে প্রাধান্য দেওয়া) অগ্রগণ্য।[২]

আবার স্পষ্ট করছি, সহিহ বা যয়িফ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় প্রতিটি হাদিসের একক সনদের বাহ্যিক দিক লক্ষ করে, অন্যথা যে হাদিসটি যয়িফ বলে প্রচারিত তা অন্য কোনো সনদের ভিত্তিতে সহিহও হতে পারে।[৩] বরং ফিতান অধ্যায়ের কতক হাদিস একক সনদ ভিত্তিতে যয়িফ বলে প্রমাণিত হলেও একাধিক সনদ বিবেচনায় তা সহিহ বা হাসান বলে প্রমাণিত হতে দেখা যায়। অনেক অনেক ক্ষেত্রের সে হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়েও পৌঁছে যায়। আর এ পার্থক্যের গোড়ার কারণ হল, রাবি সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য।

আবার সকল যয়িফ বা দুর্বল হাদিসও যে গ্রহণযোগ্য তাও নয়। বরং দুর্বলতা গ্রহণের একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। এ ব্যাপারে শাইখ আওয়ামা ﵀ বলেন—এক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসকে চারভাগে ভাগ করা প্রয়োজন।

১. ঐ যয়িফ হাদিস, যার দুর্বলতা (অন্য সনদের) মুতাবাআত বা (অন্য কোন সনদ তার) শাহেদ হওয়ার দ্বারা দূর হয়ে গিয়েছে। আর এগুলো হলো ঐ পর্যায়ের হাদিস যেগুলোর কোনো এক রাবির ব্যাপারে বলা হয় তিনি হাদিসে শিথিল বা তার মধ্যে শিথিলতা রয়েছে। (সাধারণত ফিতান অধ্যায়ের অধিকাংশ আহাদিস সামগ্রিক বিবেচনায় এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।)

---

[১] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৪৯।

[২] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৯৯।

[৩] আল্লামা ইবনে হুমাম ﵀, ফাতহুল কাদির। পৃষ্ঠা—(১-৭৫)।

২. মধ্যম পর্যায়ের দুর্বল। যার রাবির ব্যাপারে বলা হয়, তিনি হাদিসে দুর্বল বা তার হাদিস প্রত্যাখ্যাত বা তিনি মুনকারুল হাদিস।

৩. মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল। আর তা হল এমন হাদিস, যাতে মিথ্যার অপবাদে জড়িত ব্যক্তি থাকে।

৪. মাওযু বা জাল (বানোয়াট) বর্ণনা।

ইমাম আহমাদসহ অন্যান্য ইমামদের বক্তব্য উপরোক্ত প্রথম দুই প্রকারের জন্য প্রযোজ্য।[৪]

সুতরাং প্রথম দুই স্তরের আহাদিস যদি এমন হয় যে, তা কোন সাহাবি বা ইজমা-এর খেলাফ বা বিপরীতে নয় তাহলে তা কিয়াস তথা নিজের মনচাহি আমল ও আকাশ-কুসুম ভাবনার থেকে অধিক অগ্রগণ্য হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি মুলনীতি হল—আল্লামা যফর আহমাদ ওসমানি ﵀ বলেন, কোনো যয়িফ হাদিস যখন একাধিক সনদে বর্ণিত হয় যদিও তার ভিন্ন একটি মাত্র সনদ থাকে, তবে সমষ্টিগত বিচারে হাদিসটি হাসানের মর্যাদায় পৌঁছে যায় এবং তা দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্য হয়।[৫]

আল্লামা সুয়ুতি ﵀ বলেন,

وَلَا بِدَعَ فِيْ الْإِحْتِجَاجِ بِحَدِيْثٍ لَهُ طَرِيْقَانِ لَوْ اِنْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً كَمَا فِيْ الْمُرْسَلِ إِذَا وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُسْنَداً.

যে হাদিসের দুটি সনদ রয়েছে, তা দ্বারা দলিল পেশ করতে দোষণীয় কিছু নেই, যদিও পৃথকভাবে প্রত্যেকটি সনদ দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্য না হয়। যেমন, মুরসালের ক্ষেত্রে যখন তা ভিন্ন একটি মুসনাদ সনদে বর্ণিত হয় (তখন তা গ্রহণযোগ্য)।[৬]

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানি ﵀ বলেন,

مَتَى تُوْبِعَ السَيِّئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ كَأَنْ يَكُوْنَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا دُوْنَهُ وَكَذَا الْمُخْتَلَطُ الَّذِيْ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ الْمَسْتُوْرُ وَ الْإِسْنَادُ الْمُرْسَلُ وَ كَذَا الْمُدَلِّسُ إِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَحْذُوْفُ مِنْ إِسْنَادِهِ صَارَ حَدِيْثُهُمْ حَسَناً لَا لِذَاتِهِ.

---

[৪] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়িদু ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—১০০, ১০১।

[৫] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়িদ ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৭৮।

[৬] আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি ﵀, তাদবিবুর রাবি। পৃষ্ঠা—৯১।

যার স্মরণশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে এমন কোনো রাবির সমর্থনে যখন গ্রহণযোগ্য কোন রাবি পাওয়া যায় আর তা তার সমকক্ষ বা উপরে হয়, তার নিচে না হয় অথবা উক্ত সমর্থন এমন রাবির পাওয়া যায়, যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে, একটি থেকে অন্যটি আলাদা করতে পারে না অথবা উক্ত সমর্থন কোন অজানা রাবির বা মুরসাল সনদের বা কোন মুদাল্লাস সনদের হাদিস পাওয়া যায়, তখন তাদের হাদিস (যয়িফের সীমা অতিক্রম করে) হাসান হয়ে যায়। তবে হাসান লিযাতিহি নয়; বরং হাসান লি-গাইরিহি।[৭]

আল্লামা শারানি ﵀ বলেন, প্রায় সকল মুহাদ্দিসীন যয়িফ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যখন তার একাধিক সনদ পাওয়া যায়। তারা কখনও সে হাদিসকে সহিহের সাথে সম্পৃক্ত করেন কখনও হাসানের সাথে।[৮]

আল্লামা তাকি উদ্দিন সুবকি ﵀ ইবনুস সালাহ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

এক প্রকার যয়িফ হাদিস যার দুর্বলতা বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে হয়। অথচ বর্ণনাকারী সত্যবাদি এবং আমানতদার। আমরা যখন দেখব, উল্লিখিত রাবি যা বর্ণনা করেছে, তা ভিন্ন সনদে বর্ণিত রয়েছে তখন আমরা বুঝব, তিনি সঠিক বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত হাদিস আয়ত্ত করতে তার কোন ত্রুটি হয়নি। এরপর সুবকি ﵀ বলেন, কাজেই এই ধরনের কয়েকটি যয়িফ হাদিস একত্রিত হয়ে যাওয়া হাদিসটির শক্তি বৃদ্ধি করে। আর এর দ্বারা হাদিসটি হাসান বা সহিহ-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়।[৯]

হাফেয ইবনে কাসির ﵀ ইখতিসারু উলুমিল হাদিস নামক কিতাবের হাসান হাদিসের আলোচনায় বলেন,

قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو لَا يَلْزَمُ مِنْ وُرُودِ اَلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا لِأَنَّ اَلضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ مَا لَا يَزُولُ وَمِنْهُ ضَعْفٌ يَزُولُ بِالْمُتَابَعَةِ كَمَا إِذَا كَانَ رَاوِيهِ سَيِّئَ اَلْحِفْظِ أَوْ رَوَى اَلْحَدِيثَ مُرْسَلًا فَإِنَّ اَلْمُتَابَعَةَ تَنْفَعُ حِينَئِذٍ وَيُرْفَعُ اَلْحَدِيثُ عَنْ حَضِيضِ اَلضَّعْفِ إِلَى أَوْجِ اَلْحُسْنِ أَوْ اَلصِّحَّةِ.

শাইখ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেছেন, কোন হাদিস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তা হাসান হওয়া জরুরী নয়। কেননা দুর্বলতার একাধিক স্তর রয়েছে। এর মধ্যে কিছু দুর্বলতা একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা দূর হয়

---

[৭] আল্লামা ইবনু হাজার ﵀, শরহে নুখবাহ। পৃষ্ঠা—৭৪, ৭৫।

[৮] আল্লামা শারানি ﵀, আল-মিযান। পৃষ্ঠা—১/৬৮।

[৯] আল্লামা তাকি উদ্দিন সুবকি ﵀, শিফাউস সাকাম। পৃষ্ঠা—১১।

না। আর কতক দুর্বলতা একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা দূর হয়ে যায়। যেমন কোনো দুর্বল হাদিসের বর্ণনাকারী যদি দুর্বল স্মৃতিশক্তির হয় অথবা হাদিসটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়, তখন ভিন্ন সনদে উক্ত হাদিসটিকে পাওয়া উল্লিখিত দুর্বল হাদিসকে উপকৃত করবে এবং হাদিসটি দুর্বলতার তলদেশ থেকে হাসান অথবা সহিহের স্তরে উঠে আসবে।[১০]

সারকথা, কোনো হাদিসকে কোনো একটি দুর্বল সনদে দেখেই তার বিষয়বস্তুকে দুর্বল বলে দেওয়া যাবে না; বরং উক্ত হাদিসটি একাধিক সনদে পাওয়া গেলে তা দুর্বলতা থেকে কাটিয়ে উঠে হাসান অথবা সহিহের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কেননা সেক্ষেত্রে একটি সনদ অপরটিকে মজবুত করে। হাসানের স্তরে উন্নীত হয়। আর আমরা আগেই বলে এসেছি, সাধারণত ফিতান অধ্যায়ের আহাদিস সামগ্রিক বিবেচনায় এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যা একাধিক সনদ বিবেচনায় হাসান বা সহিহ-এর স্তরে উঠে আসে।

তৃতীয় আরেকটি মুলনীতি হল—কোন যয়িফ হাদিসকে উম্মত যখন কবুলের দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণ করে, তখন তার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কখনও কখনও কোন হাদিসের প্রতি সহিহ হওয়ার হুকুম লাগানো হয় যখন তা উম্মত (এর আইম্মায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন) কবুলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে। যদিও তার কোন সহিহ সনদ না থেকে থাকে। যেমন, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ﵀ বলেন,

وهذا الحديثُ ضعيفٌ باتفاق مع ثبوت حُكْمه بالإجماع وذهب بعضُهم إلى أن الحديثَ إذا تأيَّد بالعملِ ارتقى من حال الضَّعْف إلى مرتبة القبول قلت: وهو الأَوْجَهُ عندي وإن كَبُر على المشغوفِين بالإسناد واعتبارُ الواقع عندي أولى مِن المَشْي على القواعد (انتهي بتقديم و تاخير يسير).

"ওয়ারিশের জন্য কোন ওসিয়ত নেই" হাদিসটি সর্বসম্মতিক্রমে যয়িফ, তবে তার হুকুম প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি আরো বলেন, উলামাদের একটি দল বলেছেন—কোনো হাদিস যখন (উম্মতের) আমল দ্বারা শক্তিশালী হয়, তখন তা দুর্বল অবস্থা থেকে কবুলের স্তরে পৌঁছে যায়। আর এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যদিও তা যারা সনদ নিয়ে গবেষণা

[১০] আল্লামা হাফেয ইবনু কাসির ﵀, ইখতিসারু উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৪৩।

করেন তাদের জন্য ভারি হয়ে ওঠে। বাস্তবতার বিবেচনায় তা আমার নিকট নীতির উপর চলার চেয়ে উত্তম।[১১]

আর আমরা ফিতান অধ্যয়ের হাদিসসমূহ এমনই পাই। যা গভীরভাবে অধ্যয়ণ করলে বাস্তবতার সাথে হুবহু মিলে যায়। তাই ফিতান অধ্যায়ের যয়িফ হাদিসসমূহকে দুর্বল বলে ছুঁড়ে না ফেলে বাস্তবতার নিরিখে তা বিবেচনা করা কাম্য। কেননা বাস্তবতা বিবেচনা করে কোনো কিছু আমলে নেওয়া নীতির উপর চলার চেয়েও উত্তম বটে।

সারকথা, কোনো হাদিস সনদের বিচারে যয়িফ হলেই তা আমলযোগ্য নয় এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। বরং কোনো হাদিস যয়িফ হলেও যদি উম্মত তা কবুলের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে অর্থাৎ, যুগ যুগ ধরে উক্ত হাদিসের উপর উলামায়ে কেরামের আমল চালু থাকে ও বাস্তবতার নিরিখে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে এটাই উক্ত হাদিসকে সহিহ সাব্যস্ত করবে।

সর্বশেষ আরেকটি মুলনীতি হল—ফযিলত ও ফাযায়েল বিষয়ে যয়িফ হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। আর **"কিতাবুল ফিতান"** গ্রন্থে বিভিন্ন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার ফাযায়েল বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন মালাহিমে অংশগ্রহণের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ফযিলত ও ফাযায়েল বর্ণনায় যয়িফ হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবি ﵀ বলেন,

জেনে রাখা উচিত যে, সনদের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে আহকাম এবং গায়রে আহকাম (যা আহকামের সাথে সম্পৃক্ত নয়) উভয়টি বরাবর। যার কোনো সনদ নেই তা ধর্তব্য নয়; তবে উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল, হালাল-হারাম সংক্রান্ত আহকামের হাদিসে কড়াকড়ি করা হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যয়িফ সনদকে কবুল করা হয় কিছু শর্ত সাপেক্ষে, যেগুলো উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।[১২]

ইমাম আহমাদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন,

إِذَا رَوَيْنَا فِيْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا وَإِذَا رَوَيْنَا فِيْ الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.

---

[১১] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ﵀, ফয়যুল বারি। পৃষ্ঠা—৩/৪০৯।

[১২] আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবি ﵀, আল-আজউবাতুল ফাযেলা। পৃষ্ঠা—৩৬।

যখন আমরা হালাল-হারামে রেওয়ায়েত করি তখন সনদে খুব কড়াকড়ি করি। আর যখন ফযিলাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেওয়ায়েত করি তখন শিথিলতা করি।[১৩]

মোল্লা আলি কারি ﵀ (১০১৪ হি.) বলেন, সমস্ত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট যয়িফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ।

হাফেয ইরাকি ﵀ (৮০৬ হি.) বলেন, যা জাল নয় তার সনদে শিথিলতা করা উলামায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন এবং আহকাম ও আকায়েদ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। বরং ফাযায়েলে আমল, ঘটনা, ওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ের তারগিব ও তারহিবে অনুমতি দিয়েছেন। আর যদি তা হালাল-হারাম সম্বলিত আহকামে শরইয়্যাহ-এর মধ্যে হয় অথবা আকায়েদে হয় যেমন আল্লাহ ﷻ-র সিফাত এবং তার জন্য যা সম্ভব ও অসম্ভব ইত্যাদি তবে তারা তাতে শিথিলতা করেন না। ইমামদের মধ্য থেকে যারা এমনটি বলেছেন তাদের অন্যতম হলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি ﵀, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀ সহ অন্যান্যরা।[১৪]

আল্লামা নববি ﵀ (৬৭৬ হি.) বলেন,

وَيَجُوْزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلِ فِيْ الْأَسَانِيْدِ وَرِوَايَةِ مَا سِوَى الْمَوْضُوْعِ مِنْ الضَّعِيْفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضُعْفِهِ فِيْ غَيْرِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَالْأَحْكَامِ.

হাদিস বিশারদকারীদের নিকট যয়িফ সনদসমূহে শিথিলতা করা এবং জাল ছাড়া দুর্বল হাদিসের দুর্বলতা উল্লেখ করা ব্যতীত বর্ণনা করা জায়েয। আর তার উপর আমল করা বৈধ। যখন তা আহকাম এবং আল্লাহ ﷻ-র সিফাতের ব্যাপারে না হয়।[১৫]

তবে এ কথাও স্বতসিদ্ধ যে, আমলের ফজিলতে সকল প্রকার দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এর একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। উলামায়ে কেরাম যয়িফ হাদিস ফাযায়েলে আমলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

---

[১৩] আল্লামা হাফেয সুয়ুতি ﵀, তাদরিবুর রাবি। পৃষ্ঠা—১/২৯৮।

[১৪] আল্লামা হাফেয ইরাকি ﵀, শরহু আল ফিয়াতিল হাদিস। পৃষ্ঠা—২/২৯১।

[১৫] আল্লামা নববি ﵀, তাকরিবে নববি। পৃষ্ঠা—১৯৬।

হাফেয সাখাবি ﵀ বলেন,

سَمِعْتُ شَيْخَنَا اَبْنَ حَجَرٍ مِرَارًا يَقُوْلُ شَرَائِطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ ثَلَاثَةٌ.
اَلْأَوَّلُ:- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَأَنْ يَكُوْنَ الضُّعْفُ غَيْرَ شَدِيْدٍ كَحَدِيْثِ مَنِ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ وَالْمُتَّهِمِيْنَ مِمَّنْ فَحُشَ غَلَطُهُ.
وَالثَّانِيْ:- أَنْ يَكُوْنَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍ فَيَخْرُجُ مَا يَخْتَرِعُ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ لَهُ أَصْلٌ أَصْلًا.
وَالثَّالِثُ:- أَنْ لَا يَعْتَقِدَ عِنْدَ الْعَمَلِ ثُبُوْتَهُ لِئَلَّا يَنْسِبَ إِلَى النَّبِيِّ {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مَا لَمْ يَقُلْهُ.

আমি আমার শাইখ ইবনু হাজার আসকালানিকে বহুবার বলতে শুনেছি, যয়িফ হাদিসের উপর আমলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

এক. সর্বস্বীকৃত, আর তা হল দুর্বলতা মারাত্মক পর্যায়ের হতে পারবে না। এর দ্বারা ঐ সকল (দুর্বল) রেওয়ায়েত বের হয়ে গেল, যা এককভাবে কোনো মিথ্যুক, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি এবং যার ভুল বেশী হয় এমন ব্যক্তি রেওয়ায়েত করে।

দুই. সাধারণ কোনো মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে ঐ সকল উদ্ভাবন বের হয়ে গেল, যার শরিয়তে কোন ভিত্তি নেই।

তিন. তার উপর আমল করার সময় (অকাট্যভাবে) তা প্রমাণিত হওয়ার বিশ্বাস না রাখা। যাতে রাসুল ﷺ-এর প্রতি এমন কিছু সম্বন্ধ যুক্ত না করা হয় যা তিনি বলেননি।[১৬]

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আহকাম ও আকায়েদ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে যয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য। বিশেষভাবে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ফযিলত ও ফাযায়েল বর্ণনায় যয়িফ হাদিস গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং তা উত্তম।

[১৬]. আল্লামা হাফেয সাখাবি ﵀, আল কওলুল বাদি। পৃষ্ঠা—১৯৫।

তাহকিকের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত মানহাজ

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমরা ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-র **"কিতাবুল ফিতান"** গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিকের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি, ফালিল্লাহিল হামদ। এটি ফিতনা সংক্রান্ত একটি রেফারেন্স বুক। যেহেতু দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিককারী ভিন্ন আরেকজন সেক্ষেত্রে তাহকিকের ক্ষেত্রে আমি (দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিককারী) অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম খন্ডের মুহাক্কিক মুহতারাম শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির হাফিজাহুল্লাহর পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কখনও শুধুমাত্র হাদিসের সনদ ও মতনের মান উল্লেখ করেছি। আবার কখনও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ইমামদের জারাহ অথবা তা'দিল উল্লেখ করেছি।

পরিভাষা পরিচিতি

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরও এ গ্রন্থে আমরা যেসমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছি তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. সনদ : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. মতন : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

৩. মারফু : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. মাওকুফ : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. মাকতু : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. সহিহ : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. হাসান : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. যয়িফ : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে যয়িফ হাদিস বলে।

৯. যয়িফ জিদ্দান : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে যয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. মুনকার : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. মুবহাম : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাকে মুবহাম বলে।

১২. মু'দাল : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে হাদিসে মু'দাল।

১৩. মুদাল্লাস : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন, এরূপ হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং এরূপ করাকে 'তাদলিস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলা হয়।

১৪. সিকাহ : যে হাদিস বর্ণনাকারীর মাঝে আদালত ও যাবতের গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় আছে, তাকে সিকাহ রাবি বলা হয়।

১৫. আদালত ও যাবত : আদালত বলা হয়—বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী হওয়া এবং পাপাচারিতার উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত থাকা। যাবত বলা হয়—শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

১৬. মুরসাল : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৭. মুয়াল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবির পর এক বা একাধিক রাবির নাম বাদ পড়লে তাকে মুয়াল্লাক হাদিস বলা হয়।

১৮. মুয়াল্লাল : যে হাদিসের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট নয়, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনেক কষ্টে তার ইল্লত খুঁজে বের করতে সক্ষম হন, তাকে মুয়াল্লাল বলা হয়।

১৯. মুনকাতি : যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে তাই মুনকাতি।

২০. মাওযু : যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওযু হাদিস বলে।

সবশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের ফরিয়াদ—হে আল্লাহ! আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। আমাদের প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। কিয়ামতের আলামত নিয়ে আরো ভালোভাবে অধ্যয়ণ করার তাওফিক দান করুন। ফিতনার যামানায় সকল ফিতনা থেকে সকলকে সতর্ক হওয়ার তাওফিক দান করুন। কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকাশিত সকল প্রকার ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখুন এবং ঈমানের সহিত শহিদি মৃত্যু দান করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

শাইখ আহমাদ রিফআত
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩০ মার্চ ২০২০ ইং

দুর্বল হাদিস এবং কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি তাঁর দীনের বড় একটি অংশ হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, হাদিস চর্চা এবং তা সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। অসংখ্য দুরুদ বর্ষিত হোক তাঁর নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি আমাদেরকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ঘটিতব্য বিষয়গুলো হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তার পূণ্যবান সাহাবিগণের উপর, যারা আমাদের পর্যন্ত রাসুলের সেসব হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। আমাদের পর্যন্ত দীন পৌঁছাতে নিজেদের পার্থিব আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছেন।

কিতাবুল ফিতান প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়ার পর দ্বিতীয় এবং শেষ খণ্ড দুটিই প্রকাশ হতে যাচ্ছে, শুনে যেন আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। শত বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে তা যে সবার সামনে প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া। তিনি যেন আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের এই খেদমতে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দান করেন এবং তা কবুল করে পরকালে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য করে তোলেন। সর্বোপরি তার সন্তুষ্টি যেন আমরা লাভ করতে পারি। গ্রন্থ প্রণেতাকে যেন তিনি জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করেন। তাদের সঙ্গে আমাদেরকেও কবুল করে নেন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালার বড় কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিষয় ছিল যে, অনেক দিন পরে হলেও সীমিত পরিসরে পাঠ্যপুস্তকের হাদিস গ্রন্থ ছাড়াও আরো কিছু হাদিসের গ্রন্থ আমাদের সামনে এসেছে। হাদিস চর্চার একটি নতুন ক্ষেত্র গড়ে উঠছে। আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ অনেক পরিশ্রম করে হাদিসের গ্রন্থগুলো আমাদের জন্য রচনা করে রেখে গেছেন, পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে আমাদের জন্য তা পাঠ করে দেখা, তা থেকে দীনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! এখন সে দরজাটি উন্মুক্ত হয়েছে। তাদের সহিহ হাদিসের গ্রন্থগুলো যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখে, তেমনি সহিহ এবং দুর্বল হাদিসের মিশ্রণে লিখিত গ্রন্থগুলোও আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখবে। এমনকি শুধুমাত্র দুর্বল বর্ণনায় লিখিত এবং জাল ও মাওযু বর্ণনার গ্রন্থগুলোও আলেমগণ পাঠ করবেন। আলেমগণ সমাজের মানুষ যেসব দুর্বল এবং মাওযু হাদিসগুলোর আমল করে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করবেন। দুর্বল হাদিসগুলোকে যেসব আলেম সবার সামনে এনে তাহকিকের পথ পরিহার করে ওয়াজ মাহফিলে মানুষের মাঝে বলে বেড়াচ্ছিল, সেসব আলেমদেরকেও সতর্ক করবেন; তাতেও কিছু আলেম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—এসব নাকি বিভ্রান্তি ছড়াবে।

এখন তো সহিহ ও দুর্বল হাদিসে মিশ্রিত গ্রন্থগুলো নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে; যদিও তা তাহকিক সহকারে সবার সামনে পেশ করা হয়েছে।

কিতাবুল ফিতান একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সময়ের দাবি অনুসারে বর্তমানে একজন আলেম তো বটেই, একজন সাধারণ মানুষেরও তা পাঠ করা উচিত। আর তার সঙ্গে যদি অর্থবহ কিছু টিকা-টিপ্পনি থাকে, তবে তা যেন সোনায় সোহাগা। এমনই কাজ হচ্ছে কিতাবুল ফিতান গ্রন্থটি দিয়ে। আরবি হাদিসগুলো মানসম্মত অনুবাদসহ কিছু টিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে, যেন বুঝতে সুবিধা হয় যে, হাদিসগুলো বর্তমানে কিভাবে আমাদের মাঝে এসে ধরা দিচ্ছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম এ কাজের প্রশংসা করেছেন। সর্বসাধারণ পাঠকের চোখমুখ আনন্দে চিকচিক করে উঠেছে গ্রন্থটি হাতে পেয়ে, সে খবর আমরা ইতিমধ্যে শুনতে পেয়েছি। কিন্তু দেখা গেল, জ্ঞানীবোদ্ধাগণের কিছু ব্যক্তি যেন সবকিছুর পরেও এই জন্য নাখোশ যে, এখানে দুর্বল হাদিস রয়েছে! তাই, এসব গ্রন্থ পাঠ করা যাবে না, সবার কাছে এসব হাদিস প্রকাশ করে নাকি তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে; মানুষ নাকি এতে বিভ্রান্ত হতে পারে!!! ভাল কথা; উম্মতের জন্য তাদের এই মায়া অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু এ কথা কি দেখার মত নয় যে, প্রকাশিত হাদিসগুলোর গুণ-মানও টিকাতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে তাদের এসব মায়াকান্নার আড়ালে এই প্রশ্নটাও করতে ইচ্ছে করে, তারা দুর্বল হাদিসগুলোর ব্যাপারে ঠিক কি কথা বলছেন? আসলেই দুর্বল হাদিসগুলোকে উম্মতের সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলা দরকার? উম্মতের পূর্ববর্তী এবং গ্রহণযোগ্য আলেমগণ সে ব্যাপারে কী বলেন, তার আলোচনা আপনারা তাহকিককথনে বিস্তারিতভাবে ইমামদের মতামত সহকারে পড়েছেন।

আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই—যেসব হাদিস দুর্বল সেসব হাদিসগুলো এত বড় বড় ইমামগণ কেন আলোচনা করেছেন? কেন তা দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন? দুর্বল হাদিসগুলো আমাদের ফাযায়েলের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোথাও কাজে লাগার মত কি-না? আমরা যেমন জানি যে, দুর্বল হাদিস ফাযায়েলের মাসআলায় আমলযোগ্য। আর একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করব যে, ফিতনার হাদিসগুলো এত দুর্বল কেন? এসব প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা নিতে চেষ্টা করব কিছু হাদিসের আলোচনা ও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ.

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ থেকে দুটি থলে (হাদিস) সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি তোমাদের সামনে (বর্ণনা করে) ছড়িয়ে দিয়েছি, তবে আরেকটি পাত্র যদি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে যাই, বিলাতে যাই, তবে আমার এ গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।[১৭]

সুবহানাল্লাহ! পাঁচ হাজারেরও অধিক হাদিস আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত পাওয়া যায়। তিনি রাসুল ﷺ থেকে দু' থলে মুক্তা সংরক্ষণ করেছেন, তার একটি তিনি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আরেকটি বর্ণনা করতে ভয় পাচ্ছেন! সে সময়ের সাহাবা এবং তাবেঈদের মত ঈমানদারদের জন্য তা গ্রহণ করা অসম্ভব মনে করছেন? তবে তিনি কি তা উম্মতের কাছে বর্ণনা করেননি? তবে তো দীনকে খণ্ডিত আকারে প্রকাশ করা হবে, যা কিনা সাহাবিদের মর্যাদার সঙ্গে যায় না। আর যদি বর্ণনা করে থাকেন, তবে সে হাদিসগুলো কোথায়? তা কি এই পাঁচ হাজারের মধ্যেই?

তবে এ কথাটি সত্য যে, সবার সামনে তা বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। আর তাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে দীনকে আংশিক বর্ণনা করা আর আংশিক ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে, যা কিনা একজন সাহাবির জন্য অসম্ভব। তাই এ কথাও সত্য যে, তারা তা বর্ণনা করেছেনও। এটা স্বাভাবিক বিষয় যে—উম্মতের সবসময় যা প্রয়োজন (যা মানলে একজন ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যায়), সে বিধান সম্বলিত হাদিসগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সবার সামনে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন, সে হাদিসগুলো আমরা সহিহ আকারে পেয়ে আসছি। আর যেগুলো সবার গ্রহণ করা কঠিন, সেগুলো হয়ত সবার সামনে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি, বরং সীমিত ব্যক্তিবর্গের সামনে তা বর্ণনা করেছেন। আর তাই সেসব বর্ণনাগুলো আগের হাদিসের মান-এ যাবে না; তা একজন জ্ঞানী পাঠকের বুঝে নেওয়া উচিত। আর এ ব্যাপারটি যে অন্য সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটবে বা ঘটেছে, তা-ও ঠিক। যেমন রাসুল ﷺ-এর কিছু কথা ছিল হুযাইফা ﷺ কাছে, তিনি মুনাফিকদের কিছু ব্যক্তির নাম তাকে বলে গিয়েছিলেন, যা অন্য কাউকে বর্ণনা করেননি। আর এ কারণে তাকে রাসুল ﷺ-এর ভেদ বলা হত। তেমনি আরো অনেক সাহাবিও এমন অনেক হাদিস জানতেন, যা বর্ণনা তো অবশ্যই করতেন, তবে তা তার সব ছাত্রদের সামনে নয়। বিভিন্ন হাদিসের গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে দেখবেন, অনেক জায়গায় রাসুল বা কিছু সাহাবি যেমন উমর ﷺ অনেক হাদিস সবার মাঝে তাৎক্ষণিক বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। আর আপনারা জানেন, কোনো হাদিস তখনই সহিহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যখন তা বেশি সংখ্যক ছাত্রের সামনে বর্ণনা করা হয়, আর বিশ্বস্ত

[১৭] সহিহ বুখারি : ১২০।

ছাত্রগণ তাদের পরবর্তী আরও বেশি ছাত্রের কাছে বর্ণনা করেন। আর যেসব বর্ণনা বা হাদিস অল্পসংখ্যক ছাত্রের সামনে বর্ণনা করা হয়; তারা তাদের পরবর্তীতেও হয়ত সেভাবে তা বর্ণনাই করতে পারেননি। তাই, স্বাভাবিকভাবেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মাঝে বিশ্বস্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কষ্টকর; ফলাফল—তা দুর্বল হবে।

আরেকটি বিষয় এখানে হাদিসের পাঠকদের বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো হাদিস যদি শরিয়তের কোনো বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়, যদি তা বিশ্বাস করা বা না করায় ঈমানের কোনো ক্ষতি না হয়, তবে সেসব ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসগুলো নিজের সামনে রেখে দেওয়া। অচ্ছুৎ মনে না করা। বিশেষ করে ধরুন—ফিতান বা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ঘটিতব্য বিষয় যা হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে, যা রাসুলের সময় থেকে বর্তমানেও ঘটেনি, সামনে বা পৃথিবীর শেষ সময়ে তা ঘটবে বলে হাদিসে বর্ণনা করা হচ্ছে; সে হাদিসগুলো ফেলে না দিয়ে একজন ঈমানদারের উচিত—এ হাদিসগুলো এজন্য নিজের পাত্রে সংরক্ষণ করা দরকার যে, দেখি ভবিষ্যতে কি হয়! তা পাঠ করে একজন ব্যক্তি সাবধান হতে পারেন, তাতে তো কোনো দোষের কিছু নেই। আপনার জানা উচিত যে হাদিসটি তো এ কারণে দুর্বল নয় যে, এ কথাটি রাসুল ﷺ বলে যান নি; বরং তা তো দুর্বল এ কারণে যে, পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ হতে হাদিসের ইমামগণ তা তাদের বর্ণিত নীতিমালায় গ্রহণ করতে পারেননি; তাই, এ কথা হয়ত বলাই যায়—এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এটি রাসুলের হাদিস নয়। হাদিস দুর্বল বা সহিহ হওয়া তো একটি আপেক্ষিক বিষয়। আপনি ধরুন আপনাকে একজন অপরিচিত ব্যক্তি বা তেমন সম্মানিত বা গ্রহণযোগ্য নয় এমন কেউ এসে বলল, আপনার বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! তখন আপনি কী করবেন? এ কথা কি বলতে যাবেন, একে তো আমি চিনি না, সে বিশ্বস্ত কেউ নয়; এসব শুনে কি হবে? নাকি সতর্ক থাকবেন? যদি এমন কিছু না-ই হয়, তবে কি আপনার ক্ষতির কিছু আছে? আর এমনই বিষয় হয়েছে ফিতান বা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য বর্ণিত অধিকাংশ হাদিসের ব্যাপারে। তবে এ কথাটি দুর্বল হাদিসের ক্ষেত্রে, মাওযু বা বানোয়াট জাল হাদিসের ক্ষেত্রে নয়। আমার ভাই-বোনদের বলব, এমন অনেক হাদিস দেখা গেছে যা বর্ণনায় দুর্বল, কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে বা ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ كَانَ أَوَّلُهَا لَعِبُ الصِّبْيَانِ، كُلَّمَا سَكَنَتْ مِنْ جَانِبٍ طَمَتْ مِنْ جَانِبٍ، فَلا تَتَنَاهَى حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ:

أَلا إِنَّ الأَمِيرَ فُلانٌ، وَفَتَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَدَيْهِ حَتَّى أَنَّهُمَا لَتَنْقُصَانِ، فَقَالَ: ذَلِكُمُ الأَمِيرُ حَقًّا، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, (শামে) একটা ফিতনা হবে। যার শুরুতে থাকবে ছোটদের খেলাধুলা। যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুন) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে—অমুক ব্যক্তি (তোমাদের) নেতা। আর ইবনু মুসায়্যিব তার দুই হাত গুটালেন, ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনবার বললেন—সেই আমির বা নেতাই সত্য।

দেখুন, হাদিসের মানদণ্ডে হাদিসটি দুর্বল। কিন্তু বাস্তবতা কি হাদিসের সঙ্গে মিলে যায়নি? আজ কি শামের অবস্থা এমনই হচ্ছে না। আর তার যুদ্ধ কিছু বাচ্চাদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেই বেঁধেছে। বিস্তারিতভাবে আপনার গ্রন্থটিরই ৯৭৩ নং হাদিস দেখে নিন টিকাসহ।

আরেকটি হাদিস তো আপনি কিতাবুল ফিতান প্রথম খে পড়ে এসেছেন। হাদিসে বলা হচ্ছে, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবে না, প্রত্যেক ঘরেই সে ফিতনা প্রবেশ করবে। যা দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শামদেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভূ-খণ্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। ফিতনাটি এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা-মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যা দ্বারা মানুষ ভালো-খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। ঐ মুহূর্তে কেউ সে ফিতনা থামানোরও সাহস রাখবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তা তীব্র আকার ধারণ করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধ্যা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। সে ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুণ সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। একপর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের একটি ব্রিজ প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

বার বছর থাকবে এ ফিতনা। শামের যুদ্ধের সূচনা ২০১১ সালে আর ২০২৩ সালে বারো বছর হবে। এবার দেখুন না তারপরের অংশ বাস্তবায়ন হয় কি না?

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে তো দোষ নেই? আর জানেন কি, এ হাদিসটিও দুর্বল বা যয়িফ।

আমাদের একটি কথা এখানে বোঝা দরকার যে, হাদিসের মধ্যে কেন দুর্বল হাদিস পাওয়া যায়? কুরআনের কেন একটি আয়াতও দুর্বল বর্ণনায় পাওয়া যায় না? আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেমন বলেছেন, আমি এই যিকির, (কুরআন, হাদিস ও দীনের যাবতীয় বিধান) অবতীর্ণ করেছি আর আমিই তা সংরক্ষণ করব। হাদিসও কুরআনের অংশ তা বোঝার জন্য, তাকেও আল্লাহ হেফাজত করবেন, এ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু কুরআন সংরক্ষণ তো অকাট্যভাবে হয়েছে, হাদিসে কেন দুর্বলতা? যারা কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস পড়েছেন তারা জানেন, রাসুল ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবাদেরকে শুধু কুরআন লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছিলেন, হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। হাদিস লিখন এবং তা সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে অনেক পরে। আর এতে হাদিসগুলোতে বিরোধপূর্ণ বর্ণনা যেমন আছে, বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শাব্দিক পরিবর্তন এবং কমবেশি শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কিছু হাদিস সংরক্ষণও কিছুটা দুর্বলভাবে হয়েছে। আজ ফিকহ ও ফাতওয়ার কিতাব বা ইসলামের বিধানের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এমনটা হওয়াই বুঝি ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে উপকারী হয়েছে। এভাবেই ইসলাম সংরক্ষণ হয়েছে, যা আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন। বিধানের ক্ষেত্রে সহনীয় বিধান এসেছে যে— যখন কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয় তখন তাতে সহজীকরণের পথ অবলম্বন করা হয়, এটা ফিকহের একটি মূলনীতি। যদি হাদিসগুলোও কুরআনের মত অকাট্যভাবে সংরক্ষণ হত তবে ইসলাম আমাদের জন্য কতটা কষ্টের হত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠিক তেমনভাবে ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলো দুর্বল হওয়ায় হয়ত ইসলাম ও ঈমানদারদের জন্য অনেকটাই সহনীয় হয়েছে। কারণ, অন্যান্য বিধানের মত এসব হাদিসগুলো যদি কাতঈ এবং সহিহ সনদেই বর্ণিত হত, তবে হয়ত সর্বসাধারণের জন্য জীবন ধারণ করাই কষ্টকর হয়ে যেত। কারণ, ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলোতে যেমনিভাবে ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষ তা সহিহ সনদেই যদি সব জানত বা বুঝত, তবে প্রতিটি মুহূর্তেই তাকে দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে বসবাস করতে হত। কারণ, নবিজি ﷺ তার সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন, আর তা সামনে রেখে সবার জন্য চলা হয়ত এত সহজ ছিল না। আর এ কারণে সাহাবাগণও তা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেননি, যা আমরা আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদিস থেকেই বুঝতে পারলাম। ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলো তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার কারণে, অনেকে তো বিষয়গুলো এই কারণে এড়িয়ে যায় যে, এসব

হাদিস দুর্বল। তবে যারা মনে রাখার তারা ঠিকই মনে রাখে। ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ থাকে, তারা উম্মতের কাণ্ডারি, দীনের অকুতোভয় সৈনিক। আর তাদের কারণে অন্যরাও বেঁচে যায়।

যা হোক, আমরা পাঠককে বলব, বিভ্রান্ত হবেন না। এসব বিষয়গুলো একজন ঈমানদারের কমপক্ষে এ জন্য জানা থাকা দরকার যে, সে যেন নিজের সতর্কতাটা অবলম্বন করতে পারে। যদি তেমন কিছু ঘটেই, তবে তো সতর্ক থাকার কারণে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি এমন কিছু না হয়, তবে তো কোনো কষ্টই করত হলো না। আর ঈমান ও ইসলামের জন্য আপনি সতর্ক থাকবেন, দীনের জন্য করণীয় কি সে প্রস্তুতি নিবেন, তাতে কি প্রতিদানের আশা করতে পারেন না? যদি বলেন, হ্যাঁ, তবে আর চাই কি? এটাই তো একজন ঈমানের দাবিদারের কাঙ্খিত বিষয়। যার কারণে সে পরকালেও প্রতিদান মুক্তির আশা করতে পারে। তাই বলি, বিভ্রান্ত হবেন না, হাদিসের চর্চা করুন; ফিতনা সম্পর্কীয় হাদিসগুলো ভবিষ্যতের জন্য পূঁজি করে রেখে দিন; ভবিষ্যৎই বলে দেবে, কোনটা আমাদের পক্ষে গেল আর কোনটা বিপক্ষে! আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন এবং বর্তমান, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যাবতীয় ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন।

মুফতি মাহ্‌দী খান

৪ জুন ২০২০ ইং

ফিতনার স্থান প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّامَ اجْتَمَعَ أَمْرُهَا عَلَى ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَالْحَقُوا بِمَكَّةَ.

[৬৯৮] আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন তুমি শামবাসীকে ইবনু আবি সুফিয়ান ﷺ-র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখবে, তখন তোমরা মক্কায় চলে যেও![১৮]

নোট: এর কারণ এও হতে পারে যে, তখন মক্কার কাবা চত্বরে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ হবে। সুতরাং, যদি কেউ আগে থেকেই মক্কায় থাকে বা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন ইমাম মাহদিকে পাওয়া এবং তার বাহিনীতে যোগ দেওয়াও সহজ হবে। অপরদিকে এই মক্কার ভূমি এসব ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে!

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَرِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي رُومَانَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: إِذَا ظَهَرَ أَمْرُ السُّفْيَانِيِّ لَمْ يَنْجُ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاءِ إِلا مَنْ صَبَرَ عَلَى الْحِصَارِ.

[৬৯৯] আলি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানি বিজয়ী হতে থাকবে, সে সময় যারা অবরুদ্ধ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করেছিল তারা ব্যতীত অন্য কেউ মুক্তি পাবে না।[১৯]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ الصَّقْرِ بْنِ رُسْتُمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْوَصَّابِيَّ، يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ فِتْنَةُ الْمَغْرِبِ فَشُدُّوا قُبُلَ نِعَالِكُمْ إِلَى الْيَمَنِ، فَإِنَّهُ لا يُحْرِزُكُمْ مِنْهَا أَرْضٌ غَيْرُهَا.

[৭০০] সাঈদ ইবনু মুহাজির আলওস্‌সাবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—তিনি বলেন, যখন পাশ্চাত্যের দিক থেকে ফিতনা আসতে থাকবে, তখন তোমরা ইয়ামানের

---

[১৮] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[১৯] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

দিকে যাত্রা করতে থাকো। কেননা, এ ফিতনা থেকে তোমাদেরকে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ রক্ষা করতে পারবে না।[২০]

নোট: সামনেও এ ব্যাপারে হাদিস আসছে। সামনের কিছু হাদিসে দেখা যাচ্ছে, যেখানে শামের কথা বলা হয়েছে। শেষ যামানায় মুমিনগণ যে শামে আশ্রয় পাবে, এ বিষয়ে কথা অনেক পরিস্কার। বর্তমানে মুসলমানদের উপর পশ্চিমাদের আক্রমণ তো দেখাই যাচ্ছে। সুতরাং তাদের আশ্রয়স্থলও তাদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। আজ যারা সেখানে অবস্থান করছে তারা অন্য মুসলিমদের তুলনায় ভাল আছেন। তারা তাদের ঈমান এবং মান-মর্যাদা নিয়ে নিরাপদ আছেন। আমরাও যদি তাদের মত নিরাপদ হতে চাই, তবে আমাদেরকেও হাদিসের নির্দেশনা মান্য করে চলতে হবে।

মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে নিরাপদ জায়গা খোঁজে। রাসুল ﷺ আমাদেরকে অনেক আগেই সে স্থানের নাম বলে দিয়েছেন, এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا الْتَقَتْ فِئَتَانِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَأُخْرَى مِنَ الْمَشْرِقِ، فَالْتَقَوْا بِبَطْنِ الشَّامِ، فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا.

[৭০১] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন পশ্চিম দিক থেকে ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি পূর্বদিক থেকেও ফিতনা আসতে থাকবে, তখন তোমরা শামদেশে গিয়ে আত্মরক্ষা করো। ঐ মুহূর্তে জমিনের নিচের অংশ উপরিভাগ থেকে অনেক উত্তম হবে।[২১]

নোট: অর্থাৎ এ ফিতনার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেই বরং বেঁচে যাওয়া যাবে। আজ পৃথিবীর চারপাশ থেকে মুসলমানদের উপর বিপদ এসে উপস্থিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে আছি।

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي هَزَّانَ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: بَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا.

---

[২০] মাকতু, যয়িফ। সনদে সকর ইবনু রুস্তম মাজহুলুল হাল রাবি।

[২১] মারফু, যয়িফ। সনদে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আত্তার রয়েছেন। তিনি দুর্বল রাবি। ইমাম জুরজানি ও উকাইলি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন। আবু নুআইম, ইবনু হাজার ও ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন।

[৭০২] কাব ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জমিনের পেট তখন পিঠের চেয়ে অনেক উত্তম হবে।[২২]

حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، (....) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا يَنْجُو مِنْهَا إِلا كُلُّ خَفِيٍّ، إِذَا ظَهَرَ لَمْ يُعْرَفْ، وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يُفْتَقَدْ، أَوْ رَجُلٌ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ.

[৭০৩] আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, সে সময় ফিতনা থেকে এমন গোপন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ রক্ষা পাবে না, যদি সে প্রকাশ্যে আসে, তাকে কেউ চিনে না, যদি বসে যায়, তবে তাকে কেউ অনুসন্ধান করে না। অথবা ঐ ব্যক্তি বেঁচে যাবে, যে সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় (কাকুতিমিনতি করে) দুআ করতে থাকে![২৩]

নোট: একটি হাদিসে এসেছে, একটি যামানা আসবে, যখন ঈমানদাররা মানুষের মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে থাকবে, যেভাবে আজ (রাসুল ﷺ-এর সময়কালে) মুনাফিকরা মুমিনদের মাঝে লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ, সমাজে তাদের কোনো পরিচয় থাকবে না। তারা কোথাও গেলেও সেখানে কোনো প্রভাব পড়ে না। আবার চলে গেলেও কেউ তাদের অভাব অনুভব করে না। সুতরাং, এদের অবস্থা আগের হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকদের চেয়ে খুব ভাল নয়। তারা খুব সহজেই ফিতনায় পড়বে না। কারণ, যদি মানুষ তাকে চিনতে পারে, তবে তাকে ঘর থেকে টেনে বের করা হবে। তাই তারা অপরিচিত হওয়ার কারণেই নিরাপদ থাকবে। আবার যারা এভাবে বাঁচতে পারছে, তারা সবার মাঝে আগের সময়কার মুনাফিকদের মতই লুকিয়ে নিজের ঈমান রক্ষা করছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَأَةَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ مَوْضِعًا فِي نَفَسٍ وَفَرَاغٍ، كَحِيلَةِ النَّمْلَةِ لِشِتَائِهَا، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِيمَا يَجْمُلُ وَلا تَشْتَهِرُ بِهِ، وَالْحِرْزُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ الْمَدِينَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْحِجَازِ، وَالسَّوَاحِلُ أَسْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا.

---

[২২] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন। তার নাম কাব ইবনু মাতে। তিনি বড় ইহুদি আলেম ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর সিদ্দিক ﵁-র খিলাফতকালে। তার থেকে বহু ইসরাইলি আজিব-গারিব হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

[২৩] মারফু, মুরসাল, সহিহ। রাবি জামরাহ ও ইয়াহইয়া সিকাহ। তবে ইয়াহইয়া ও আবু হুরায়রা ﵁-র মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[৭০৪] কাব ﵀ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন চতুর্দিক থেকে ফিতনা ধেয়ে আসবে, তখন তুমি শীতকালীন পিঁপড়ার ন্যায় নিজের আত্মরক্ষার জন্য একটি স্থান খুঁজতে থাকো। তবে সেটা হতে হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে, বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেতে পারবে না। এ ধরনের ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে মদিনা এবং তার চারপাশের হেজাজি এলাকা, আর উপকূলীয় এলাকাগুলো অন্যান্য স্থান হতে অধিক নিরাপদ।[২৪]

নোট: পিঁপড়া যেমন নিজের আত্মরক্ষার জন্য কোনো গর্ত খোঁজে। ঈমানদারকেও নিজের ঈমান বাঁচানোর জন্য তেমনি করতে হবে। সভ্য এই পৃথিবীর কোথাও তাদের জায়গা হবে না। আর যারা জায়গা করে নিতে চাইবে, তাদের ঈমানও যে হুমকির সম্মুখীন হবে, তাও এ হাদিস থেকে অনুমেয়। অথচ পৃথিবী আজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এসময়ে এসেও আমরা সবার সঙ্গে মিলে থাকতে চাই। সবাইকে নিয়ে সমাজে মিশতে চাই। সবার মাঝে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাই; কিন্তু বাস্তবে তা হওয়ার নয়। আর এ কারণে সমাজের মানুষের সঙ্গে আমরা যত মানিয়ে নেওয়া চেষ্টা করছি, ইসলাম আমাদের ততটাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ النَّجِيبِ بْنِ السَّرِيِّ، قَالَ: مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِجَبَلِ الْخَلِيلِ فَدَعَا لأَهْلِهِ ثَلاثَ دَعَوَاتٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْ خَائِفٍ أَمِنَ فِيهِ، وَلا تُسَلِّطْ عَلَى أَهْلِهِ السَّبُعَ، وَإِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ لا يَجْدِبُ.

[৭০৫] নজিব ইবনু সারিয়্যি ﵀ বলেন—একদিন সায়্যিদুনা ঈসা ﵇ খলিল পাহাড়ের নিকটে গিয়ে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য তিন ধরনের দুআ করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! এ এলাকায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কেউ আসলে যেন এখানে নিরাপদ থাকে এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের উপর যেন কখনো চতুস্পদ জন্তুকে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। আর পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও যেন এ এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা না যায়।[২৫]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، (....) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: جَبَلُ الْخَلِيلِ جَبَلٌ مُقَدَّسٌ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْبِيَائِهِمْ أَنْ يَفِرُّوا بِدِينِهِمْ إِلَى جَبَلِ الْخَلِيلِ.

---

[২৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

[২৫] মাকতু, যয়িফ। নাজিব ইবনু সারিয়্যী মাজহুলুল হাল, তার সম্পর্কে জানা যায় না।

[৭০৬] ওজিন ইবনু আতা ﵀ থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেছেন, খলিল পাহাড়টি খুবই সম্মানিত পাহাড়। বনি ইসরাঈলের মধ্যে কোনো এক সময় মারাত্মক কোনো ফিতনার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহ ﷻ তৎকালীন নবিদের প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের হেফাজত করতে হলে খলিল পাহাড়ের নিকট গিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকো।[২৬]

قَالَ ابْنُ حِمْيَرَ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَيَبْلُغُنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي اتَّخَذَ جَبَلَ الْخَلِيلِ مَنْزِلا وَأَغْبِطُهُ. قِيلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ سَيَنْزِلُهُ أَهْلُ مِصْرَ، إِمَّا يُحْبَسُ نِيلُهُمْ، وَإِمَّا يُمَدُّ فَيُغْرِقُ حَتَّى يَتَمَاسَحُوا جَبَلَ الْخَلِيلِ بَيْنَهُمْ بِالْحِبَالِ.

[৭০৭] উমাইর ইবনু হানি আনাসি ﵀ থেকে বর্ণিত—আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার এক বন্ধু খলিল পাহাড়ের মধ্যে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নেয় এবং এটা তাঁকে আনন্দিত করেছিল। কেন তার এ সিদ্ধান্ত, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারণ হচ্ছে—অতিসত্তর এখানে মিশরবাসীরা আগমন করবে। হয়তো তাদের দেশের নীল নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, না হয় নীল নদীর পানি এতবেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হবে, যার কারণে মিশরবাসীরা ডুবে যাবে। এমনকি উক্ত পানি খলিল পাহাড়ের পর্বতের চূড়াকেও স্পর্শ করার আশংকা রয়েছে।[২৭]

নোট: আজ মিশরের পানি বৃদ্ধি নয় বরং শুকিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর লেনাদেনা শেষ হয়ে আসছে!

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا يَنْجُو مِنْ بَلِيَّتِهَا إِلا مَنْ صَبَرَ عَلَى الْحِصَارِ، وَالْمَعْقِلُ مِنَ السُّفْيَانِيِّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﷻ ثَلاثُ مُدُنٍ، لِلأَعَاجِمِ

[২৬] মারফু, মুরসাল, অত্যন্ত দুর্বল। আল ওজিন ইবনু আতা কোনো সাহাবি থেকে হাদিস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই। তার সম্পর্কে জারহ ওয়াত তা'দিলের ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, কেউ সিকাহ বলেছেন আবার কেউ যয়িফ বলেছেন, তাহযিবুত তাহযিব : ১১/১২১।

[২৭] মাকতু, যয়িফ। রাবি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ আস সানআনি মাজহুলুল হাল। ইমাম যাহাবি বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং ইমাম ইবনু হিব্বানের মতে, তার বর্ণিত সনদের ওপর নির্ভর করা যায় না।

نَاحِيَةَ الثُّغُورِ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا أَنْطَاكِيَةُ، وَمَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قُورِسُ، وَمَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا سُمَيْسَاطُ، وَالْمَعْقِلُ مِنَ الرُّومِ جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ الْمُعْتِقُ.

[৭০৮] আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, উল্লিখিত ফিতনাকালীন কোনো অবস্থাতেই কেউ মুক্তি পাবেনা। তবে যারা অবরোধকালীন (বিপদে) ধৈর্যধারণ করবে তাদের মুক্তির কিছুটা আশা করা যেতে পারে। সুফিয়ানিদের জন্য নির্ধারিত আশ্রয়স্থল, যেটা মূলতঃ আল্লাহ ﷻ-র রহমতের মাধ্যমে নির্ধারিত। অনারবের তিনটি শহর, প্রথমতঃ প্রশস্ত উপত্যকার পার্শ্বে অবস্থিত শহর, যার নাম হচ্ছে আন্তাকিয়া। দ্বিতীয় শহর হচ্ছে যেটা কুরিস হিসেবে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় আরেকটি শহর যেটা সুমাঈসাত[২৮] নামে পরিচিত। তাছাড়া অন্য আরেকটি এলাকায় একটা পাহাড় আছে, যা রোমবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে সমৃদ্ধ, যার নাম হচ্ছে আল 'মুতিক।[২৯]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنُ رُوَيْمٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: حِمْصُ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِي يَشْفَعُ شَهِيدُهُمْ لِسَبْعِينَ، وَأَهْلُ دِمَشْقَ الَّذِينَ يُعْرَفُونَ بِالثِّيَابِ الْخُضْرِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ الأُرْدُنِّ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ هُمْ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُ فِلَسْطِينَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

[৭০৯] কাব ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হিম্‌স হচ্ছে ঐসব সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের শহিদগণ সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবেন। দামেশ্‌কবাসীরা হচ্ছেন তারা, যাদেরকে জান্নাতে সবুজ কাপড় দ্বারা পরিচিত করা যাবে। অন্যদিকে জর্দানের সৈন্যরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ-র আরশের নিচে ছায়া পাবেন। ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা হচ্ছেন তারা, যাদের দিকে আল্লাহ ﷻ দৈনিক দু'বার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।[৩০]

---

[২৮] তুরস্কের আদিয়ামান প্রদেশের একটা শহর। বর্তমান নাম সামসাটা (Samosata)।-সম্পাদক

[২৯] জাল। চারটি কারণে। ১.সনদে ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন। ২.আবদুল ওয়াহাব ইবনু হুসাইন রয়েছেন, তিনি মাজহুল বর্ণনাকারী। ৩. মুহাম্মাদ ইবনু ছাবেত, তিনি দুর্বল রাবি। ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, তার বর্ণনায় সমস্যা আছে। আবু দাউদ, আবু যুরআহ ও আবু হাতেম তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন। ৪. আল হারেছ, তার নাম আল হারেছ ইবনু আব্দুল্লাহ। তিনি মিথ্যার দোষে দুষ্ট।

[৩০] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন। মনে রাখতে হবে, কাব ﷺ অত্যাধিক বনি ইসরাইলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন।

নোট: এ থেকে এসব অঞ্চলের ফজিলত বোঝানো উদ্দেশ্য এবং এ কথাও এরকম এখানে বলা হচ্ছে যে, এখানেই এমন ব্যক্তিরা তৈরিও হবে। আর তার কারণে বর্তমানের ফিরআউনরা এসব অঞ্চলের যুবতীদেরকে হত্যা করছে, যেন তারা এমন সন্তান জন্ম দিতে না পারে। এখানের শিশুদেরকে টার্গেট করে হত্যা করা হচ্ছে, যেন তারা ইমাম মাহদি এবং ঈসা ﷺ-এর বাহিনীর সদস্য হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে না পারে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ الْخَرَابِ بِمِصْرَ وَالْعِرَاقِ، فَإِذَا بَلَغَ الْبِنَاءُ لِسَلْعٍ فَعَلَيْكَ يَا أَبَا ذَرٍّ بِالشَّامِ قُلْتُ: وَإِنْ أَخْرَجُونِي مِنْهَا؟ قَالَ: انْسَقْ لَهُمْ أَيْنَ سَاقُوكَ.

[৭১০] আবু যর গিফারি ﷺ হতে বর্ণিত—তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মিশর এবং ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে। হে আবু যর! যখন তুমি দেখতে পাবে বাতিঘরের উচ্চতা সালঈ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, তখন তুমি শামদেশকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তারা আমাকে সেখান থেকে বের করেও দেয়, তাহলেও কি আমি সেখানে যাবো? জবাবে রাসুল ﷺ বললেন, তোমাকে তারা যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে চলে যেতে সংকোচবোধ করো না।[৩১]

নোট: কারণ, এটাই মুমিনদের একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং নিজের ঈমানের আবাসভূমিও। কেউ কি তার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলে আবার তাতে ফিরে যেতে সংকোচবোধ করে। আর তার সময়ও হয়ে গিয়েছে। ইরাক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মিশরেরও কিছু বাকি নেই। অচিরেই তাও হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তার ইঙ্গিতও হয়তো আমেরিকা দিয়ে দিয়েছে 'আই পেট গট টু' মুভিতে। এখানে কার্টুনের সর্বশেষে তিনটি পিরামিডকে ধ্বংস হতে দেখা যায়।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: شَهِيدُ أَهْلِ حِمْصَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا، وَأَهْلُ دِمَشْقَ يَكْسُوهُمُ اللَّهُ ثِيَابًا خُضْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُ الأُرْدُنِّ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ، وَأَهْلُ فِلَسْطِينَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

[৭১১] কাব ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হিম্‌স এলাকার শহিদগণ সত্তর হাজার মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন, অন্যদিকে দামেশ্‌কবাসীদেরকে আল্লাহ ﷻ কিয়ামতের দিন সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। জর্ডানের অধিবাসীদেরকে

[৩১] মারফু, যয়িফ। সনদে উফাইর ইবনু মাদান রয়েছেন, যিনি যয়িফ।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ তার আরশের নিচে ছায়া দান করবেন। ফিলিস্তিনবাসীদের প্রতি আল্লাহ ﷻ প্রত্যেকদিন তিনবার করে দৃষ্টি দেন।[৩২]

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عُقْرُ دَارِ الإِسْلامِ بِالشَّامِ، يَسُوقُ اللَّهُ إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلا يَنْزِعُ إِلَيْهَا إِلا مَرْحُومٌ، وَلا يَرْغَبُ عَنْهَا إِلا مَفْتُونٌ، وَعَلَيْهَا عَيْنُ اللَّهِ ﷻ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدَّهْرِ بِالظِّلِّ وَالْمَطَرِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُمُ الْمَالُ لَمْ يُعْجِزْهُمُ الْخُبْزُ وَالْمَاءُ.

[৭১২] কাসির ইবনু মুররা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, শাম দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্টমানের, তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবেন। একমাত্র বঞ্চিত লোকদেরকেই সেখান থেকে বিতাড়িত করবেন, কেবল বিভ্রান্ত লোকেরাই তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শামদেশের প্রতি আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধিত থাকবে। যা দ্বারা সেখানে ছায়া-বৃষ্টি সবকিছু যথাযথভাবে পাওয়া যায়। তারা সম্পদশালী না হলেও কখনো রুটি এবং পানির জন্য কষ্ট পাবে না।[৩৩]

নোট: আর এ কারণেই রাসুল ﷺ মুসলমানদেরকে শামে আশ্রয় নিতে বলেছেন। আর এজন্যই শাম হচ্ছে মুসলমানদের প্রকৃত আবাসভূমি। আশ্রয়স্থল।

---

[৩২] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

[৩৩] জাল। সনদে সাঈদ ইবনু সিনান নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম জুরজানি হাদিস জালকরণের অভিযোগ করেছেন। ইমাম নাসাঈ তাকে মুনকার বলেছেন। দারুকুতনি তাকে মুনকার ও মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।